বিখ্যাত সিরাত সিরিজ

মুহাম্মাদ (সা.)

২য় খণ্ড

ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ
ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

পবিত্রতায় আল্লাহর স্বীকৃতি

মুনাফিক কর্তৃক উম্মুল মুমিনিনের প্রতি এভাবে অপবাদ রটানোর পটভূমি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ইতোমধ্যে আমরা এও জেনেছি, সিরাতগ্রন্থগুলোতে সাধারণত এই অপবাদ আরোপের মূল ঘটনাটি সামনে আনা হয় না। বিষয়টা বেশ দুঃখজনকই বটে! কারণ, মুসলমানরা নবিজিকে তাদের হৃদয়ের সবটুকু উজাড় করে সম্মান করে। আর নবিজির স্ত্রীকে অপমান করার মানে তো নবিজিকেই অপমান করা।

কেউ কারও স্ত্রীকে অপমান করলে এতে তার স্বামী রাগান্বিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, এর সাথে জড়িত থাকে স্বামীর সম্মান। এ কারণেই সুন্নি হিসেবে আমরা এই বিষয়টিতে একটু বেশি সতর্ক। এখানেই সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে মূল পার্থক্য। শিয়ারা মনে করে, নবিজির রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রাই কেবল আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা শুধু ফাতিমা, আলি (রা.) এবং তাঁদের বংশধরদের আহলে বাইত মনে করে; নবিজির স্ত্রীদের তারা আহলে বাইতের ভেতর গণ্য করে না। কিন্তু আমরা আহলে বাইত বলতে নবিজির স্ত্রীগণ ও তাঁর রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দেরকেও বুঝি। শরিয়ার বিধানও তা-ই। সূরা আহজাবে

আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, উম্মুল মুমিনিনগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আয়িশা (রা.)-এর অপবাদ

আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি, মদিনায় প্রবেশের পূর্বেই সাফওয়ান (রা.) উম্মুল মুমিনিনকে নিয়ে মূল কাফেলার সাথে যুক্ত হন। পুরোটা সময়জুড়েই সাফওয়ান (রা.) কেবল বলছিলেন—'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। এ ছাড়া তাঁর মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হয়নি। মদিনায় পৌঁছার পূর্বেই সাফওয়ান (রা.) আয়িশা (রা.)-কে নিয়ে মূল কাফেলার সাথে যুক্ত হন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনও ক্রোধের আগুনে জ্বলছে। কেননা, তখনই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তার মন্দ চরিত্র সকলের সামনে তুলে ধরে বলেন—'হে নবি! তারা আপনার কাছে কসম করে বলে, তারা সত্য বলছে; কিন্তু আল্লাহ জানেন, তারা মিথ্যা বলছে।[২]

একে তো এই মুনাফিক সর্দারের অন্তরে জ্বলছে ক্রোধের আগুন, তার ওপর ঠিক তখনই সে দেখতে পেল, নবিপত্নী আয়িশা (রা.) একজন অবিবাহিত সুদর্শন যুবকের সঙ্গে আসছেন। সুযোগ পেয়ে সে নবিপত্নীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে শুরু করল।

আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। তিনি তেমন কিছুই ভাবেননি। তাঁর কাছে শুধু মনে হলো—তিনি দেরি করে ফেলেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে কাফেলার সঙ্গে

---

[১] সূরা আহজাব : ৩৩

[২] সূরা তাওবা : ১০৭

একত্রিত হন। ব্যস! এতটুকুই। এর পরপরই জ্বরে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ এক মাস শয্যাশায়ী থাকেন।

আম্মাজান বলেন—'ছড়িয়ে পড়া গুজব সম্পর্কে আমাকে কেউ একটি কথাও বলেনি। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। তবে একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়, আর তা হলো—নবিজি আগে আমার সাথে যতটা হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন, এখন তা করছেন না।'[৩]

এর মাধ্যমে এই মহীয়সী নারীর অপরাধহীনতা প্রমাণিত হয়। সেইসাথে ফুটে ওঠে নবিজির মানবতাবোধও। শত হলেও তিনি একজন মানুষ। স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটার ফলে তিনি নিজেও বিব্রত হয়েছিলেন। কিন্তু আয়িশা (রা.)-কে তিনি কখনোই সরাসরি কিছু বলেননি। তা ছাড়া আয়িশা (রা.) ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁর আচরণে মনে হয়েছিল, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, আয়িশা (রা.) নিশ্চয়ই নিরপরাধ। কিন্তু তিনি প্রকৃত ব্যাপার না জানা অবধি মানসিক অস্বস্তিতে ছিলেন। এর ফলে স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করার মতো অবস্থা তাঁর তখন ছিল না।

এ সবকিছু দেখে আয়িশা (রা.) বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। তবুও মুনাফিকদের এত গর্হিত কাজ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। এমন কিছু তাঁর কল্পনাতেও ছিল না!

---

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

সুস্থ হওয়ার পরে উম্মুল মুমিনিন নিজের ভাষায় এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর ফুফু উম্মে মিস্তার সঙ্গে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যান। বলেন–'আমরা নিজেদের হালকা করার জন্য দূরে গেলাম। তখন দুই-এক রাত পরপর একবার করে রাতে নিজেদের হালকা করতে যেতাম।[৪] তবে এটি ছিল নবিজির বাড়িতে টয়লেট নির্মাণের আগের ঘটনা।'

প্রশ্ন আসতে পারে, তখন আরবরা দু-একদিন পরপর টয়লেটে যেতেন কেন? কারণ, তৎকালীন সমাজে বাড়ির ভেতরে টয়লেট ততটা প্রচলিত ছিল না। ফলে দূরে গিয়ে এ কাজ সম্পাদন করতে হতো। তা ছাড়া তখন আরব দেশে বহমান পানির উৎসও সহজলভ্য ছিল না। এরও অনেক পরে বাড়ির সীমানার মধ্যে টয়লেট নির্মাণের ধারণা তাদের মাথায় আসে। তবে আয়িশা (রা.) তাঁর জীবদ্দশায়ই এটি দেখে গিয়েছিলেন।

আয়িশা (রা.) আর উম্মে মিস্তা (রা.) বাড়িতে ফিরে আসছিলেন। পথমধ্যে উম্মে মিস্তা নিজের কাপড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—'আমার ছেলের ওপর লানত।' তাঁর এই কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি নিজ সন্তানের ওপর রেগে ছিলেন। তাই সামান্য হোঁচট খেয়েই সন্তানের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। আয়িশা (রা.) কিছুটা মর্মাহত হয়ে বললেন—'আপনার জন্য আফসোস!

---

[৪] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

আপনি নিজের সন্তানের ব্যাপারে এ রকম কথা বলতে পারলেন, অথচ সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে!'[৫]

সুবহানআল্লাহ! আয়িশা (রা.)-এর এই কথা থেকে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মর্যাদা অনুভব করা যায়। বদরি সাহাবিদের সামাজিক মর্যাদা যেমনই হোক, ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। মানসিকভাবে উম্মুল মুমিনিন যে কতটা নিষ্কলুষ ছিলেন, এ থেকে আবারও তার প্রমাণ মেলে। একজন মুসলমানকে অভিশাপ দেওয়ার প্রতিবাদ করেছেন তিনি। নবিজি তাঁকে মূলত এই আচরণই শিখিয়েছেন। উম্মে মিস্তা বললেন—'হে আয়িশা! তুমি কি জানো না কী হচ্ছে? কী বলাবলি হচ্ছে, সে ব্যাপারে কি তুমি কিছুই শোনোনি?'[৬] আয়িশা (রা.) বলেন—'ঠিক তখনই আমি প্রথমবারের মতো অপবাদের মূল কাহিনি শুনতে পেয়েছিলাম।' কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, বর্ণনা শুনে তিনি সেখানেই মূর্ছা যান।

অপবাদের ঘটনা জানতে পেরে তিনি মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বর্ণনা করেন—'নবিজি আমার কাছে এলেন এবং আমার অবস্থা জানতে চাইলেন।'[৭]

নবিজি তখনও বুঝতে পারেনি, আয়িশা (রা.) ইতোমধ্যে সব জানতে পেরেছেন। বুদ্ধিমতী এই নারী বললেন—'আমি আমার

---

[৫] প্রাগুপ্ত

[৬] প্রাগুপ্ত

[৭] প্রাগুপ্ত

পিতার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম।'[৮] এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তিনি মানসিকভাবে পীড়িত ছিলেন এবং স্বস্তির জন্য তিনি একাকিত্ব চাচ্ছিলেন। পিতার বাড়িতে গিয়ে তিনি নানাভাবে মূল ঘটনা সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলেন।

সুবহানাল্লাহ! বয়সে ছোটো হলেও তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি নীরব ও শান্ত থেকে শুধু তাঁর পিতার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতিটুকুই চাইলেন। না কোনো গোলযোগ, আর না কোনো পীড়াপীড়ি। এর মাধ্যমে একটি বিধান বোঝা যায়—কোনো নারী যদি অন্য কারও বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

বাড়ি পৌঁছে তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন—'লোকেরা কী বলাবলি করছে?[৯] আর এই অপবাদই-বা কে কবে থেকে রটাল? আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি কেন?' মা উম্মে রুমান তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন—'শান্ত হও। আল্লাহর কসম! একজন ভালো মানুষ তাঁর স্ত্রীকে যতটা ভালোবাসে, তোমার স্বামী তোমাকে তার চাইতেও অধিক ভালোবাসেন; লোকেরা তোমার নামে যা-ই বলুক না কেন।'

পাশাপাশি মা তাঁকে তাঁর সতিনদের কথাও মনে করিয়ে দেন। তিনি তাঁকে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কিছুই বলেননি; বরং তাঁকে শুধু বলেছিলেন—'এসব নিয়ে ভেবো না।'[১০] তবে এই উত্তরের মাধ্যমে আয়িশা (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি সত্যিই

---

[৮] প্রাগুপ্ত

[৯] প্রাগুপ্ত

[১০] প্রাগুপ্ত

শুনছেন। তিনি বলে উঠলেন—'সুবহানাল্লাহ! লোকেরা আমার ব্যাপারে এমন কথাও বলতে পারল!'

তখনও তিনি এই অবস্থার ভয়াবহতা হজম করতে পারছিলেন না। একজন অল্পবয়স্কা তরুণী। তা ছাড়া তিনি নির্দোষ। তিনি বলেন—'আমি সারা রাত কাঁদলাম। আমার চোখের পানি যেন থামছিলই না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে পারিনি।'[১১]

আয়িশা (রা.) বলেন—'যে ব্যক্তি এটি ছড়িয়েছে...' এখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে বোঝাচ্ছিলেন। পবিত্র কুরআনেও তা-ই বলা হয়েছে। এই নিকৃষ্ট মুনাফিক ছিল খাজরাজ গোত্রের লোক। ফলে তার অনুসারী মুনাফিকদের অধিকাংশই ছিল খাজরাজ গোত্রের। তিনি বলেন—'যে এটি ছড়িয়েছে এবং তার সঙ্গে আরও তিনজন...' অর্থাৎ আয়িশা (রা.)-এর ফুফাতো ভাই মিস্তা, হামনা বিনতে জাহাশ ও হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)। এই তিনজন মুনাফিক ছিলেন না। তবে তাঁরা এই অপবাদ বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা একে অপরের কাছে এই গুজব ছড়াচ্ছিলেন। এটিই ছিল তাঁদের অপরাধ।

এ ধরনের গুজব ছড়ানোর কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। কারও সম্মানহানি হয়, এ ধরনের কোনো কথা ছড়ানো নাজায়েজ ও গর্হিত কাজ। মুনাফিকদের বাইরে এই তিনজন গুজব ছড়াতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের কী হয়েছিল, তা আমরা পরে আলোচনা করব।

---

[১১] প্রাগুপ্ত

নবিপত্নী বলেন—'জয়নব বিনতে জাহাশ ছিলেন নবিজির আরেকজন স্ত্রী। তিনি আগে থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। হামনা ছিল তাঁর বোন। আমার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সে এই গুজব ছড়াতে তাঁর বোনকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।[১২] তবে এজন্য অবশ্য তাঁকে বেশ ভুগতেও হয়েছে।'

আয়িশা ও জয়নব (রা.)-এর মধ্যে আগে থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে জয়নব (রা.) ছিলেন সবচেয়ে উঁচু বংশের। পাশাপাশি তিনি নবিজির চাচাতো বোনও বটে। তাই আয়িশা (রা.) বলেন—'নবিজির স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে আমার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, সে ছিল জয়নব।' তবে তাঁর ব্যাপারে তিনি বলেন—'জয়নবের ধর্মবিশ্বাস তাঁকে রক্ষা করেছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা ছিল একেবারেই স্পষ্ট। তিনি বলেন— 'সে-ই এই অপবাদ শুরু করেছে।' আর তার সাথে সাথে অন্য মুনাফিকরাও এ কাজে অংশ নেয়। এটি ছিল মূলত গোত্রবাদের সমস্যা। কারণ, মুনাফিকদের অধিকাংশই ছিল খাজরাজ গোত্রের। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখন খাজরাজ গোত্রের নেতা। সে ছাড়া গোত্রের অন্য সকল নেতা বুয়াস যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।

---

[১২] প্রাগুপ্ত

আয়িশা (রা.) বলেন—'নবিজি ইতোমধ্যে আলি ও উসামা ইবনে জায়েদের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন।'[১৩] আলি (রা.) ছিলেন নবিজির জামাতা ও চাচাতো ভাই। তিনি ছোটোবেলা থেকেই খাদিজা (রা.)-এর ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন। আর উসামা সত্যিকার অর্থেই নবিজির পরিবারের একজন ছিলেন। নবিজির পালকপুত্র জায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) তাঁর পিতা এবং উম্মে আয়মান (রা.) মা ছিলেন; যিনি নবিজিকে ছোটোবেলা থেকেই দেখাশোনা করেছেন। তবে তিনি নবিজিকে দুগ্ধ পান করাননি।

তখনকার বয়স্কাদের মধ্যে নবিজির জন্য উম্মে আইমানের চেয়ে ঘনিষ্ঠ আর কেউ ছিল না। তাঁর সঙ্গে জায়েদ (রা.)-এর বিয়ে হয় এবং তাঁদের ঘরে জন্ম হয় উসামা ইবনে জায়েদের। এই কারণে নবিজি উসামাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এই ঘটনার সময় উসামার বয়স ছিল ১৩ কিংবা ১৪। তাই নবিজি এই দুজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁরা তখন অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন কি না।

উসামা (রা.) সাক্ষ্য দিলেন, নবিজির পরিবারের সকলেই এ ধরনের অপবাদ থেকে মুক্ত। তিনি বলেছিলেন, এটা কখনোই সম্ভব নয়। আর আলি (রা.) বলেছিলেন—'হে নবি! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর জন্য সীমাবদ্ধ করে দেননি। আপনি চাইলে আরেকটা বিয়ে করতে পারেন। তবে আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চান, তবে তাঁর

---

[১৩] প্রাগুপ্ত

দাসী বারিরাকে খবর দিন। সে তাঁর ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভালো বলতে পারবে।'[১৪]

এখানে উসামার সাক্ষ্য আলি (রা.)-এর সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক চমৎকার ছিল। উসামা স্পষ্টভাবে তাঁর নির্দোষিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; কিন্তু আলি (রা.) বলেছিলেন—'যদি আপনার সন্দেহ থাকে, আপনি আরেকটা বিয়ে করতে পারেন। আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বারিরাকে[১৫] ডাকুন।'

অতঃপর নবিজি বারিরাকে ডাকলেন। বারিরা কিছুটা ভয় পেয়েছিল। সে তোতলাচ্ছিল এবং আমতা-আমতা করে কথা বলছিল। কারণ, নবিজি সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন। নবিজি বললেন—'বারিরা! তুমি কি আয়িশার মধ্যে এমন কিছু দেখেছ, যার কারণে আমরা এই গুজবকে সত্য বলে মনে করতে পারি?' সে বলল—'আল্লাহর কসম! আমি তাঁর মধ্যে এমন কিছুই দেখিনি। মাঝে মাঝে তিনি আটা মাখতে মাখতে ঘুমিয়ে পড়তেন।[১৬] আর ছাগল এসে তাঁর আটা খেয়ে নিত; তিনি তা বলতেও পারতেন না।'

সুবহানাল্লাহ! বারিরা (রা.) ভয় পেয়েও আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে সত্য কথাটাই বলেছিলেন। আয়িশা (রা.)-এর পুরো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সে নবিজিকে শুধু এটুকুই বলতে

---

[১৪] প্রাগুপ্ত

[১৫] আয়িশা (রা.) তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। তবে তিনি উম্মুল মুমিনিনের দাসী হয়ে থাকতে খুব আনন্দিত ছিলেন। মুক্ত হওয়ার পরও তিনি আয়িশা (রা.)-এর সাথে থাকতেন এবং তাঁর দেখাশোনা করতেন।

[১৬] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

পেরেছিল। এর মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন বারিরা (রা.)-এর সততা বুঝতে পারি, পাশাপাশি আয়িশা (রা.)-এর নিষ্কলুষ আচরণ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা পাই।

এটা খুবই স্বাভাবিক, মানুষ কোনো সংকটে পড়লে পরামর্শের জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা আত্মীয়স্বজনের কাছে যায়। নবিজিও তা-ই করেছিলেন। তিনি আলি ও উসামা (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলেন; যদিও তাঁদের দুজনেরই বয়স ছিল কম। উসামা (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ১৩ কিংবা ১৪। তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ লাভ করেও নবিজি মানসিকভাবে কিছুটা স্বস্তি পান।

আয়িশা (রা.) তখনও তাঁর পিতার বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পিতার বাড়ি ছিল মদিনা থেকে একটু দূরে। তাই নবিজি মসজিদে সকল সাহাবিকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সকলেই এই গুজব সম্বন্ধে জানতেন, কিন্তু কেউই মুখ দিয়ে তা উচ্চারণ করেননি। তিনি সকলের উদ্দেশে বলেন—'হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কে আমাকে ওই ব্যক্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে, যে আমাকে আঘাত দিয়েছে, আমার পরিবারকে আঘাত দিয়েছে?'[১৭] অন্য কথায় তিনি বলছিলেন—'যদি আমি তাকে শাস্তি দিই, তাহলে তোমাদের কি কোনো আপত্তি আছে?'

এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। এটি নবিজির আদব ছিল। তিনি বললেন—'কোনো ব্যক্তি তার নিজ

[১৭] সহিহ বুখারি : ৪১৪১; সহিহ মুসলিম : ২৭৭০

পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি কিছু করে, তাতে কী তার অপরাধ হবে?' তিনি সকলের সামনে বিষয়টি তুলে ধরলেন। তিনি আরও বললেন—'আল্লাহর কসম! আমি আমার সকল স্ত্রীর ব্যাপারে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না।'[১৮]

এখানে দেখা যায়, নবিজি সবার সামনে আয়িশা (রা.)-এর অপরাধহীনতার কথাই যেন চিত্রিত করলেন। তিনি আরও বললেন—'যে লোককে (সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রা.) নিয়ে তারা অপবাদ রটিয়েছে, তাঁর ব্যাপারেও আমি ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না।'[১৯]

সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.)-এর ব্যাপারে নবিজি প্রশংসা করছেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন ভদ্র ও লাজুক ব্যক্তি। নবিজি যখন মদিনায় লোকদের সরাসরি এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে একটি টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি হলো।

তৎক্ষণাৎ সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.) দাঁড়িয়ে (অথবা আউস গোত্র থেকে অন্য কোনো যুবক নেতা) বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ লোকের ব্যাপারে যা বললেন, আমি তা সমর্থন করি। সে যদি আউস গোত্রেরও হতো, তবুও আমি তার মাথা কেটে ফেলতাম। আর সে যদি খাজরাজ গোত্রের হয়, আপনি আমাদের আদেশ দিন, আমি আপনার জন্য এটা করে দেবো।'[২০]

---

[১৮] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

[১৯] প্রাগুপ্ত

[২০] প্রাগুপ্ত

সুবহানাল্লাহ! জাহেলি যুগের রীতিনীতির ব্যাপারে তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল খাজরাজ গোত্রের। সাদ ইবনে মুয়াজের কথা শুনে সাদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের। তিনি বললেন—'তুমি যা বলছ, তা সঠিক নয়। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না; বরং এমন সাহসও করবে না—সে যদি তোমার গোত্রের হতো, তবুও তুমি তাকে হত্যা করতে না।'[২১] তিনি যা বলেছিলেন, তা ছিল মূলত গোত্রবাদ।

আয়িশা (রা.) সাদ ইবনে উবাদার পক্ষ নিয়ে বলেন—'এই কথা যখন বলা হয়েছিল, তার পূর্বে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন; কিন্তু জাহেলিয়াত তাকে পেয়ে বসেছিল। অর্থাৎ তিনি তখন ভুল করেছিলেন।'

সুবহানাল্লাহ! আয়িশা (রা.) নিজেই কাহিনির সকলের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি দিয়েছেন। এভাবে যখন বাক্‌বিতণ্ডা চলছিল, তখন আউস গোত্র থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন—'সাদ ইবনে উবাদা! তুমি মিথ্যাবাদী। আমরা তাকে হত্যা করব। তুমি নিজে একজন মুনাফিক; আর তুমি যুদ্ধও করো মুনাফিকের পক্ষে।'[২২]

এভাবে বাক্‌বিতণ্ডার কারণে সমাবেশের মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। এটি সেই জাহেলি যুগের রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সময় ছিল না। আউসের বিরুদ্ধে খাজরাজ কিংবা খাজরাজের বিরুদ্ধে

---

[২১] প্রাগুপ্ত

[২২] প্রাগুপ্ত

আউস—ধীরে ধীরে উভয় দলের মধ্যেই উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। একপর্যায়ে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করল। নবিজি নিজেই উভয় পক্ষকে শান্ত করলেন।

এর দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামও কখনো কখনো মানবীয় দুর্বলতার শিকার হতেন। এর দ্বারা আরও বোঝা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মধ্যে গোত্রবাদের বিষয়টি কমবেশি থাকবে। নবিজি বলেন—'আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলি যুগের চারটি জিনিস অবশিষ্ট থাকবে। এর প্রথমটি হচ্ছে গোত্রবাদ তথা জাতীয়তাবাদ।'[২৩]

আয়িশা (রা.) বলেন—'আমি সারাদিন কাঁদতে থাকলাম। কাঁদতে কাঁদতে একপর্যায়ে আমার মনে হলো, আমার কলিজা বুঝি ফেটে বেরিয়ে যাবে।'[২৪] আয়িশা (রা.) ভেবেছিলেন, তাঁর কলিজা ফেটে যাবে। কারণ যখন খুব বেশি কাঁদা হয়, তখন কিন্তু বুকের ভেতর একধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। তিনি বলেন—'আমি যখন এই অবস্থায় ছিলাম, তখন একদিন এক আনসারি মহিলা অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং আমার সাথে তিনিও কাঁদলেন।'[২৫] তিনি মূলত আয়িশা (রা.)-এর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছিলেন।

---

[২৩] সহিহ মুসলিম : ৯৩৪

[২৪] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

[২৫] প্রাগুপ্ত

আয়িশা (রা.) বলেন—'আমি যখন এই অবস্থায় ছিলাম, তখন নবিজি এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।'[২৬] এটি ছিল পিতার বাড়িতে আয়িশা (রা.)-এর দ্বিতীয় দিন। তিনি যখন তাঁর পিতার বাড়িতে গেলেন, তখন সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল। নবিজি আলি, উসামা ও বারিরা (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সাহাবিদের নিয়ে সাধারণ সভা ডাকলেন।

এ সবকিছুই মূলত নবিজি করছিলেন আয়িশা (রা.)-কে রক্ষা করার জন্য। এর আগে এক মাস যাবৎ যখন আয়িশা (রা.) নবিজির সাথে বসবাস করছিলেন, তিনি এ রকম কিছুই করেননি। নীরবতার আড়ালে গুজবটি ছড়িয়ে পড়েছিল আরও ব্যাপকভাবে।

নবিজি অবশেষে আয়িশা (রা.)-এর উপস্থিতিতেই আবু বকর ও উমর (রা.)-এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেন। তিনি তাঁদের নিয়ে বসলেন এবং শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন— 'অতঃপর...' এই নিদারুণ সময়ও তিনি কথা বলার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং 'আম্মা বা'দ' বলার সুন্নত ভোলেননি!

নবিজি বললেন—'আমি তোমার ব্যাপারে এ রকম কথা শুনেছি। তুমি যদি সত্যই নিরপরাধ হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই অপবাদ থেকে মুক্তি দেবেন। আর তুমি যদি কোনো অপরাধ করেই থাকো, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও

---

[২৬] প্রাগুপ্ত

এবং তাঁর নিকট তাওবা করো। কারণ, যখন কোনো বান্দা অপরাধ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।'[২৭]

নবিজি খুব সহজ-সরল ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কথাগুলো বলেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলত আয়িশা (রা.)-কে সরাসরি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁকে অভিযুক্ত করে কথা বলেননি তিনি। নবিজির এই কথার দ্বারা আমরা তাওবার গুরুত্বও বুঝতে পারি; বুঝতে পারি তাওবাই মুক্তির সর্বোত্তম পথ।

এখান থেকে আমরা আরও একবার নবিজির নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ পাই। কারণ, এই এক মাস পর্যন্ত আয়িশা (রা.)-এর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওহি নাজিল হয়নি। এর জন্য নবিজি নিজেও মনঃকষ্ট ও যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। কুরআন যদি তাঁর নিজের বানানো কিছু হতো, তবে তিনি শুধু শুধু এই মাসখানেক পর্যন্ত কেন কষ্ট করলেন! তিনি চাইলে নিজে থেকেই কিছু বানিয়ে বলে পুরো ব্যাপারটি সমাধান করতে পারতেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহির অপেক্ষা করছিলেন।

আয়িশা (রা.) বলেন—'নবিজি যখন কথা বলা বন্ধ করলেন, আমি কান্না থামিয়ে দিলাম।' কারণ, তখন আম্মাজান কিছুটা অভিমান করে বলছিলেন—'আপনিও এই গুজব বিশ্বাস করেন?'

---

[২৭] প্রাগুপ্ত

পরে তিনি তাঁর মাকে বললেন—'আপনি আমার পক্ষ থেকে নবিজির সঙ্গে কথা বলুন।'

উম্মে রুমান (রা.) বললেন—'আল্লাহর কসম! আমি তো জানি না কী বলব।' পরে তিনি পিতাকে বললেন—'বাবা! আপনি কিছু বলুন।' আবু বকর (রা.) বললেন—'প্রিয় কন্যা! আমিই-বা কী বলতে পারি?'[২৮]

মূলত এই ঘটনায় আয়িশা (রা.)-এর সাথে সাথে সকলেই ভেতর থেকে কাঁদছিলেন। সকলের ভেতরেই ছিল এক নিদারুণ যন্ত্রণা। একপর্যায়ে তিনি বুঝলেন, তাঁর বাবা কিংবা মা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো কথা বলবেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বলারও কিছু ছিল না। কারণ, স্বয়ং নবিজি তাঁদের সামনে বসা! আয়িশা (রা.) তখনও বয়সে ছোটো ছিলেন। কুরআন থেকে খুব বেশি জানতেন না। তিনি বহু চেষ্টা করে নবি ইয়াকুব (আ.)-এর নাম মনে করতে পেরেছিলেন। তিনি তখন সর্বশক্তি একত্রিত করে বললেন—'আমার কিছুই বলার নেই। আমি শুধু ইউসুফের পিতার মতো বলব—"যা কিছু বলা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন।"' তিনি বর্ণনা করেন—'এ কথা বলে আমি ঘুরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে থাকলাম। আমি জানতাম, একদিন আল্লাহ তায়ালা আমার নিষ্কলুষ চরিত্র প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিয়ে কুরআনে আয়াত নাজিল করবেন!'[২৯]

---

[২৮] প্রাগুপ্ত

[২৯] প্রাগুপ্ত

আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে কুরআনের সত্যায়ন

লক্ষণীয়, যখন তাঁর মা-বাবা কিংবা স্বামী কারও কাছ থেকেই তিনি কোনো সাহায্য পেলেন না, তখন তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হলেন। এবং এর পরে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ঠিকই মানসিক যন্ত্রণা ও অপবাদ থেকে মুক্তি দিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, বিপদে আল্লাহ ছাড়া নবিরও করার কিছু নেই। আর আমরাও শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে পারি। উম্মুল মুমিনিন সত্যি সত্যি তাঁদের সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আয়িশা (রা.) বলেন—'আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে আমার সততা প্রকাশ করে কোনো স্বপ্ন দেখাবেন;[৩০] কিন্তু আমি দেখলাম, তখনই তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল!'

যখন ওহি আসত, তখন নবিজি মাথা নিচু করে চক্ষুযুগল বন্ধ করে নিতেন। ঘাম ঝরতে থাকত এবং শরীর প্রচণ্ড ভারী হয়ে যেত। ওহি নাজিল শেষ হলে নবিজি হেসে বললেন—'হে আয়িশা! আল্লাহ নিজে তোমার নির্দোষের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন!'[৩১]

দুজনের জন্যই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তির। এভাবেই নাজিল হলো সূরা নুরের প্রথম অংশ। এখানে আল্লাহ তায়ালা বেশ স্পষ্ট করে অপবাদের শাস্তি উল্লেখ করেন। যারা অপবাদ

---

[৩০] প্রাগুপ্ত

[৩১] প্রাগুপ্ত

ছড়িয়েছে, তাদের নিন্দা করে তিনি প্রত্যেকের জন্য শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেন ৮০টি করে চাবুকাঘাত। তিনি আরও বলেন—'সর্বপ্রথম যে এই অপবাদ ছড়িয়েছে, তার শাস্তি হবে সবচেয়ে কঠিন।'[৩২]

এ ঘটনার পর আয়িশা (রা.)-এর মা তাঁকে দাঁড়িয়ে নবিজির প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে বলেন, কিন্তু তিনি বললেন—'আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্মানে দাঁড়াব না; বরং আমি সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব; যিনি আমার পক্ষে আয়াত নাজিল করেছেন।'[৩৩]

মিসতা (রা.)-কে আবু বকর (রা.)-এর সাদাকা

আবু বকর (রা.) আগে মিস্তাকে সাদাকা দিতেন। কিন্তু যখন সে এই গুজব ছড়ানোতে সাহায্য করছিল, তিনি বলেছিলেন—'আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে আর এক পয়সাও দেবো না।'[৩৪] আবু বকর (রা.)-এর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা নুরে নাজিল করলেন—'তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ না করে—তারা আত্মীয়স্বজন, মিসকিন এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা

---

[৩২] সূরা নুর : ১১

[৩৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

[৩৪] প্রাগুপ্ত

করে এবং তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন?'[৩৫]

কী চমৎকার উত্তর! কুরআন আবু বকর (রা.)-কে বলছে—'এই ধরনের ওয়াদা করো না।' ফলে আবু বকর (রা.) তাঁর করা এই শপথের জন্য কাফফারা আদায় করলেন এবং তিনি যতদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, ততদিন মিস্তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে গেছেন। যে মানুষটা তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে এত বড়ো অপবাদ রটিয়েছিল, আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁকে সাহায্য করে গেছেন আজীবন!

জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাক্ষ্য

জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর কথা উল্লেখ করে আয়িশা (রা.) বলেন—'জয়নব বলেছিলেন, আমি আমার চোখ-কানকে গুনাহে লিপ্ত হতে দেবো না। আল্লাহর কসম! আমি আয়িশার সম্বন্ধে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানি না।"[৩৬]

তাঁদের মধ্যে যদিও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না এবং তাঁরা উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতেন, তবুও তিনি আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে ভালো জানতেন এবং সুধারণা পোষণ করতেন বলে এমন কথা বলেছেন।

মুসলিম ও মুনাফিকদের মধ্যে যারা অপবাদ রটিয়েছিলেন

---

[৩৫] সূরা নুর : ২২

[৩৬] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড ৭, হাদিস : ৩৯১০

উরওয়া বলেন—'আয়িশা (রা.) কখনোই কাউকে হাসসান ইবনে সাবিতের ব্যাপারে মন্দ বলতে দিতেন না।'[৩৭]

গুজব ছড়ানোর জন্য হামনা, হাসসান ও মিস্তাকে ৮০টি করে চাবুকাঘাত করা হয়। কিন্তু এজন্য মুনাফিকদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদের আখিরাতে অধিক শাস্তি প্রদান করতে চান। তিনি তাদের এই দুনিয়ায় অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। তবে হাসসান, হামনা ও মিস্তাকে তাঁদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, যাতে করে পরকালে তাঁরা আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যান। বর্তমান সময়ে আমরা অনেকেই গিবত ও গুজব ছড়ানোর কাজে সময় পার করি। এটি যে কত বড়ো জঘন্য অপরাধ, এতক্ষণে তা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে?

সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল ও শায়েরে নবি হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)

আয়িশা (রা.) বলেন—'যে লোককে নিয়ে তারা অপবাদ ছড়িয়েছিল, তিনি নিজেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলেন—আমি আমার জীবনে কখনো কোনো নারীর নেকাব পর্যন্ত সরাইনি।'[৩৮]

অধিকাংশ সিরাত গবেষক বলেন, তিনি কখনো বিয়ে করেননি। সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.) যখন শুনলেন যে হাসসান

---

[৩৭] প্রাগুপ্ত

[৩৮] প্রাগুপ্ত

তাঁকে নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন, তরবারির ভোঁতা অংশ দিয়ে তিনি হাসসান (রা.)-কে আঘাত করেন। এটা দেখে হাসানের আত্মীয়স্বজন সাফওয়ান (রা.)-কে পালটা আঘাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেন—'আমি এমন মানুষ, যখন আমার রক্ত গরম হয়, তখন কবিতা পড়তে ভুলে যাই; আর শুধু মার দিতে জানি।'

পরবর্তীকালে পুরো বিষয়টি নবিজির কাছে উপস্থাপন করা হয়। সাফওয়ান (রা.) একটি বৈধ কারণেই রাগান্বিত হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি হাসসান (রা.)-কে আঘাত করে তাঁর রক্ত ঝরিয়েছিলেন। ইসলামে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বৈধ নয়। যদিও এখানে নবিজির স্ত্রীর সম্মানের প্রশ্ন ছিল, তবুও তিনি রায় দিলেন হাসসানের পক্ষেই। তবে হাসসানকে বলেন—'তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'[৩৯] তিনি তা-ই করেছিলেন। আর হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)-কে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয় একটি সুন্দর বাগান।

ইসলামের ন্যায়বিচারটা লক্ষ করুন। যদিও হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) আসলেই অপরাধী ছিলেন, কিন্তু আইন হাতে তুলে নেওয়ার কারণে সাফওয়ান (রা.)-কেই উলটো ক্ষতিপূরণ গুনতে হয়েছে। ইসলামে ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত এমনই। যাকে শরিয়ার পরিভাষায় বলা হয় আদল বা ন্যায়বিচার।

হাসসান (রা.) চাইলেই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারতেন। অথবা বিচার-সভায় সাফওয়ান (রা.)-কে পালটা

---

[৩৯] *সিয়ারে আলামুন নুবালা* : ২/৫৪৯

আঘাত করার সুযোগ চাইতে পারতেন। কিন্তু তেমনটি না করে তিনি বরং ক্ষমা করে দেন। বিনিময়ে উপহার পেলেন একটি বাগান। এটা ছিল তাঁর ধৈর্যের প্রতিদান।

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) ও তাঁর স্ত্রী

বর্ণিত আছে, আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর স্ত্রী বাড়িতে এসে তাঁকে বললেন—'আপনি কি কিছু শুনেছেন?' এ কথা শুনে আবু আইয়ুব (রা.) রেগে গিয়ে বলেন—'আমাদের এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি মিথ্যা।'[৪০]

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) যদিও বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর সাথে এ কথা বলেছিলেন, কিন্তু কথা আল্লাহর নিকট এতটাই পছন্দ হয়েছিল, যার দরুন তা কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে—'(গুজব শুনে) তোমরা এই লোক যেভাবে বলেছিল, তাঁর মতো করে কেন বলোনি?'[৪১]

আবু আইয়ুব (রা.)-এর সম্মানের ব্যাপারটি লক্ষ করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই কথার জন্য কুরআনে সরাসরি তাঁকে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তিনি চাইলেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না করে তাঁকে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলারই সুযোগ দেননি। এর মানে হচ্ছে, আমরা আমাদের স্ত্রীর সঙ্গেও আরেকজনের ব্যাপারে গিবত চর্চা করতে পারি না।

---

[৪০] *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ৩/৩৩৩

[৪১] সূরা নুর : ১২

কারণ, যেকোনো অবস্থাতেই গিবত করা গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ।

নবিজি বলেন—'আদমসন্তান কবরে যে সমস্ত অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করবে, তার একটি হচ্ছে গিবত।' ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক গিবত করা ও গুজব ছড়ানো সম্পূর্ণ হারাম।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয়

এই ঘটনা থেকে আমরা যা শিখতে পারি—

- অপবাদ, কুৎসা, গিবত ও মিথ্যার কুফল ভয়ানক। এ সবই কবিরা গুনাহ; আর আখিরাতে এর শাস্তি থাকার পাশাপাশি দুনিয়ায় শাস্তি চাবুকাঘাত।
- আল্লাহ তায়ালা যাকে যত বেশি ভালোবাসেন, তাকে তত বেশি পরীক্ষা করেন; এমনকি আয়িশা (রা.)-কেও এই গুজবের কারণে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।
- কষ্টের পর সুখ আসে। আবার সুখও সব সময় একভাবে স্থায়ী হয় না। কষ্ট-সুখ মিলিয়েই জীবন। দুটির কোনোটিই স্থায়ী হয় না কখনো। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই আসে সুখ।'[৪২]
- মুনাফিকদের ভেতরে ন্যূনতম নৈতিকতা ও মূল্যবোধও ছিল না। তারা উপনীত হয়েছিল অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায়। এজন্য তারা নবিজির স্ত্রীর ব্যাপারেও অপবাদ রটানো বাদ

---

[৪২] সূরা আল ইনশিরাহ : ৫-৬

রাখেনি। তবে এই অপবাদের ঘটনার মধ্যেও হেকমত নিহিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'তোমরা মনে করো না, এটা তোমাদের জন্য খারাপ; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'[৪৩] এই ঘটনা যে আসলেই মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর ছিল, তার একাধিক কারণ রয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচ্য—যদি উম্মুল মুমিনিনের অপবাদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত থেকে থাকে, তবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব বিপদ ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, তাতেও আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

- ধৈর্যের ফল সব সময় মিষ্টি হয়। নিশ্চয়ই কষ্টের পর আছে স্বস্তি।[৪৪] নবিপত্নী আয়িশা (রা.)-এর জীবনেও অনেক ভালো সময় ছিল; পাশাপাশি তাঁকে অনেক কঠিন পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে।
- মুনাফিকরা সর্বনিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। তারা যেকোনো সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অভাবনীয় অপবাদ ছড়াতে দ্বিধাবোধ করে না।
- এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা আয়িশা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—'তুমি ভেবো না, এটি তোমার জন্য খারাপ; বরং এর মধ্যে তোমার জন্য রয়েছে কল্যাণ।'[৪৫] যদি নিজের চরিত্রের ব্যাপারে মিথ্যা

---

[৪৩] সূরা আন নুর : ১১

[৪৪] সূরা ইনশিরাহ : ৬

[৪৫] সূরা নুর : ১১

> অভিযোগের শিকার হওয়ার মধ্যেও কল্যাণ থাকে, তাহলে আমরা প্রতিনিয়ত যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকি, বুঝতে হবে— সেখানেও আল্লাহ তায়ালা কোনো না কোনো কল্যাণ রেখেছেন।

এই ঘটনার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে আয়িশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। তিনি ছিলেন পবিত্র রমণী, পবিত্র মানুষের কন্যা এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী! ফলে যারাই তাঁর ব্যাপারে অনৈতিকতার প্রশ্ন আনবে, তারাই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। স্বয়ং বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাঁর সম্মান রক্ষা করেছেন! ঘোষণা দিয়েছেন তাঁর পবিত্রতার।

অতএব, আজও যারা মুনাফিকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চায়, যারা আমাদের পবিত্র আম্মাজানদের চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে চায়, তাদের সাথে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। উপরন্তু আমরা তাদের মুসলমানও মনে করি না।